সূত্রের সমাহার (শঙ্করের মতে ৫৫৫, রামানুজের মতে ৫৪৫, নিম্বার্কের মতে ৫৪৯ সূত্র)। সূত্রগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়া তাহাদের বহু বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভবপর। যথা, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র। ইহার অর্থ : তাহার পরে ("অথ") সেই কারণে ("অতঃ") ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা হয় ("ব্রহ্মজিজ্ঞাসা")। প্রশ্ন উঠে, কাহার পরে ? কি কারণে ? 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ কি ? বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ প্রত্যেকটি পদের বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের বহু ভাষ্যকারের মধ্যে পাঁচজন প্রসিদ্ধতর ; যথা, শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভ। ইঁহারা বিখ্যাত পঞ্চ বেদান্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। শঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদ, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, মধ্ব দ্বৈতবাদ ও বল্লভ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। স্থানাভাববশতঃ বর্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এই পঞ্চ বেদান্তমতবাদের মধ্যে কেবল প্রথম তিনটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে মধ্ব ও বল্লভের মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে মধ্ব ও বল্লভের মতের বিবরণ অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে সংকলিত। অন্যান্য অংশেও কিছু কিছু সংযোজন ও পরিমার্জন করা হইল।

শ্রাবণ ১৩৯৪

শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ

ব্রহ্ম

শঙ্করের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য অথবা তত্ত্ব। তজ্জন্য উপনিষদে ব্রহ্মকে বারংবার "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য ৬-২-১) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যুক্তির সাহায্যেও এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ব্রহ্মাপেক্ষা উচ্চস্তরীয় এবং ব্রহ্মের সমকক্ষ দ্বিতীয় তত্ত্ব যে অপর কিছুই নাই, তাহা অবিসংবাদী সত্য। কিন্তু ব্রহ্মাপেক্ষা নিম্নস্তরীয় তত্ত্বও (জীব ও জগৎ) যে অপর কিছুই থাকিতে পারে না, তাহাও অবশ্যস্বীকার্য ; কারণ তাহা হইলেও ব্রহ্মের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের বিচ্যুতি ঘটে। জীব ও জগৎকে ব্রহ্মাপেক্ষা নিম্নস্তরীয়, ব্রহ্মান্তর্ভূত ও ব্রহ্মাশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাহারা যে ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় তত্ত্ব, তাহা অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং, ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্ রহিলেন আর কি প্রকারে ? তজ্জন্য ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীব ও জগৎ মিথ্যা, মায়া মাত্র। "ব্রহ্ম সত্যং, জগন্মিথ্যা, জগৎ ব্রহ্মৈব কেবলম্।"

ব্রহ্ম নির্বিশেষ, অর্থাৎ সকল বিশেষ অথবা ভেদ-রহিত। ভেদ তিন শ্রেণীর —সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত। এক বস্তুর সহিত অপর এক সমজাতীয় বস্তুর যে ভেদ তাহাকে 'সজাতীয় ভেদ' বলে ; যথা, এক বৃক্ষ হইতে অপর একটি বৃক্ষের ভেদ। এক বস্তুর সহিত অপর এক ভিন্নজাতীয় বস্তুর যে ভেদ তাহা 'বিজাতীয় ভেদ' ; যথা, বৃক্ষ হইতে মনুষ্য, পর্বত প্রভৃতির ভেদ। একই সমগ্র বস্তু অথবা অংশীর বিভিন্ন অংশের যে পরস্পরভেদ তাহা 'স্বগত ভেদ' ; যথা একই বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প প্রভৃতির ভেদ। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত সর্বপ্রকার ভেদ-শূন্য। তিনি সর্বব্যাপী, অনাদি, অনন্ত, সুতরাং তাঁহার বহির্ভূত সজাতীয় (অপর কোনো ব্রহ্ম অথবা দেবতা) এবং বিজাতীয় (অপর কোনো দানব প্রভৃতি) বস্তু কিছুই থাকিতে পারে না। তাঁহার অন্তর্ভূত জীবজগৎরূপ অংশ অথবা স্বগত ভেদও তাঁহার নাই। তিনি পরিপূর্ণ সমগ্র সত্তা হইলেও সাংশ (concrete unity) নহেন, অংশবিহীন (abstract unity)। জাগতিক সকল বস্তুই সাংশ বলিয়া ব্রহ্মের একত্ব ও সমগ্রত্বের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

Scanned with CamScanner

ব্রহ্ম নির্গুণ, অর্থাৎ সকল বিশেষণ অথবা গুণ-রহিত। প্রথমতঃ, ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষ অথবা সর্বভেদশূন্য হন, তাহা হইলে তাঁহাতে গুণগত ভেদও থাকিতে পারে না। দ্রব্য ও গুণ, বিশেষ্য ও বিশেষণ পরস্পরভিন্ন। যথা, "এই পুষ্পটি শ্বেত"—এ স্থলে পুষ্প (দ্রব্য) ও শ্বেতত্বের (গুণ) মধ্যে ভেদ বিদ্যমান, যেহেতু শ্বেতত্ব পুষ্পাশ্রয়ী হইলেও স্বয়ং পুষ্প নহে। সুতরাং নির্বিশেষ ব্রহ্মেও গুণের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক গুণ দ্রব্যকে সীমাবদ্ধ করিয়া থাকে; "এই পুষ্পটি শ্বেত"—এই বাক্যের অর্থ এই যে "এই পুষ্পটি অশ্বেত নহে", অর্থাৎ শ্বেত ব্যতীত অন্যান্য বর্ণ ইহাতে নাই, পুষ্পটির বহির্দেশে বহু গুণ বিদ্যমান আছে যাহা ইহাতে নাই, এবং তজ্জন্য পুষ্পটি সীমাবদ্ধ বস্তু মাত্র। এই প্রকারে, ব্রহ্মে, গুণবিশেষের আরোপ করিলে তিনিও সসীম হইয়া পড়েন। যথা "ব্রহ্ম আনন্দময়" বলিলে আনন্দ ব্যতিরিক্ত গুণাবলী ব্রহ্মে নাই, ইহাই সূচিত হয়। সুতরাং অনন্ত, অসীম ব্রহ্ম নির্গুণ। শ্রুতিতে অবশ্য কোনো কোনো স্থলে ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই-সকল বর্ণনা ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত মাত্র; অর্থাৎ, ইহারা ঈশ্বরবিষয়ক, পরব্রহ্মবিষয়ক নহে।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ তাঁহার স্বরূপ, ধর্ম অথবা গুণমাত্র নহে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় ২-১)। ব্রহ্ম 'সৎ' অর্থাৎ শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত। তিনি জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণাম, জরা, ক্ষয়, মৃত্যু প্রভৃতি বিকার-রহিত। ব্রহ্ম 'চিৎ' অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ। একটি সৈন্ধবখণ্ড যেরূপ অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই লবণাক্ত, তদ্রূপ ব্রহ্ম ওতপ্রোতভাবে বিজ্ঞান-স্বরূপ। তজ্জন্য উপনিষদে ব্রহ্মকে "বিজ্ঞানঘন" (বৃহদারণ্যক ২-৪-১২) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি অজড় ও স্বপ্রকাশ। ব্রহ্ম শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র, জ্ঞাতা নহেন। "আমি এই ঘটকে জানিতেছি" এই প্রতীতি কালে "আমি" জ্ঞাতা ও "ঘট" জ্ঞাতব্য বস্তু বা জ্ঞেয়। এ স্থলে, প্রথমতঃ, জ্ঞাতৃত্ব জ্ঞাতার গুণবিশেষ। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মে কোনোরূপ গুণের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞাতৃত্ব কর্মবিশেষও, অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়ার কর্তারূপে জ্ঞাতা সক্রিয়। কিন্তু নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম কোনো প্রকার ক্রিয়ার কর্তা হইতে পারেন না। তৃতীয়তঃ, জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ভেদসূচক; জ্ঞাতা জ্ঞেয়কে জানিতেছে; অতএব উহাদের মধ্যে কোনো-না কোনো প্রকার বিশেষ বা প্রভেদ থাকা প্রয়োজনীয়। কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মে ভেদের স্থান নাই। সুতরাং, ব্রহ্ম জ্ঞানমাত্র, জ্ঞাতা নহেন। ব্রহ্ম 'আনন্দ'

অর্থাৎ সর্বপ্রকার দুঃখক্লেশের অতীত। ইহাই কেবল বলা যায় যে ব্রহ্মে অসংখ্য জাগতিক দুঃখের কণামাত্রও নাই, কিন্তু ব্রহ্মের আনন্দের পরিমাপ করা ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে অসাধ্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদে "ব্রহ্মানন্দবল্লী" নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের একমাত্রা আনন্দকে মানবের একমাত্রা আনন্দের (১০০)[১০] গুণ বলিয়া বর্ণনার চেষ্টা হইয়াছে (২-৮)। বলা বাহুল্য, ইহা ব্রহ্মানন্দের গভীরতা ও দুর্জ্ঞেয়তার সূচকমাত্র, প্রকৃত পরিমাণদ্যোতক নহে।

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। প্রথমতঃ, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের কার্যাবলী সর্বদাই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আশাতেই অনুপ্রাণিত হয়। যে বস্তু লাভ করিতে আমরা উৎসুক, অথচ যাহা আমাদের নাই, সেই বস্তুলাভের উদ্দেশ্যেই আমরা কার্যে রত হই। কিন্তু ব্রহ্ম আপ্তকাম—তাঁহার অভাব অথবা কামনা কিছুই নাই। সুতরাং তিনি কার্যকর্তা অথবা কার্যস্রষ্টা কারণ নহেন। দ্বিতীয়তঃ, ক্রিয়া পরিণাম ও পরিবর্তনের জনক। প্রত্যেক ক্রিয়ার একজন কর্তা ও একটি কর্ম থাকে। যথা, বয়ন ক্রিয়াবিশেষ। ইহার কর্তা তন্তুবায় ও কর্ম তন্তু। এ স্থলে ক্রিয়াশীল কর্তা স্বয়ং পরিবর্তিত হন, এবং কর্মরূপ বস্তুরও পরিবর্তনের কারণ হন। যথা— বয়নকারী তন্তুবায়। প্রতি সূত্রের বয়নকালে তন্তুবায় স্বয়ং শারীরিক (অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি-সঞ্চালন) ও মানসিক (ইচ্ছা, চিন্তা প্রভৃতি) পরিবর্তন-ভাগী হইতেছে, এবং তন্তুরও পরিবর্তন সাধন করিতেছে। ব্রহ্মের বহিঃস্থিত কিছুই নাই। সুতরাং তিনি ক্রিয়াশীল হইলে সেই ক্রিয়ার কর্তা ও কর্ম উভয়ই তিনি স্বয়ং, এবং উভয় রূপেই তাঁহার পরিণাম ও পরিবর্তন অনিবার্য। অতএব, অপরিণামী ও অপরিবর্তনীয় ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়।

সংক্ষেপে, ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার।

সৃষ্টি

শঙ্করের মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত মাত্র, পরিণাম নহে। 'পরিণাম' শব্দের অর্থ কারণ হইতে সত্য কার্য-সৃষ্টি। যথা— দধি দুগ্ধের ও মৃৎপাত্র মৃত্তিকার পরিণাম। 'বিবর্ত' শব্দের অর্থ কারণে মিথ্যা কার্য-প্রতীতি। যথা— সর্প রজ্জুর ও মুক্তা শুক্তির বিবর্ত। দুগ্ধ সত্যই দধিতে পরিণত অথবা রূপান্তরিত হয়, এবং কারণ দুগ্ধ ও কার্য দধি উভয়ই সমভাবে সত্য ও বাস্তব। কিন্তু রজ্জুকে সর্প বলিয়া, অথবা শুক্তিকে মুক্তা বলিয়া ভ্রম করিলে, রজ্জু সত্যই সর্প অথবা শুক্তি সত্যই মুক্তা কদাপি হয় না। রজ্জু রজ্জুই থাকে, সর্প মিথ্যা প্রতীতি মাত্র,

বাস্তব সত্য নহে। এ স্থলে কারণ রজ্জুই কেবল সত্য, কার্য সর্প নহে; বস্তুতঃ, কারণ হইতে কার্যোৎপত্তিই হয় নাই। এতদ্রূপে, ব্রহ্মও প্রকৃতপক্ষে জীবজগতে পরিণত হন না, সংসার রজ্জুসর্পবৎ মিথ্যা, ভ্রম মাত্র। শঙ্করের মতবাদকে তজ্জন্য "বিবর্তবাদ" নামে অভিহিত করা হয়।

শঙ্কর সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে রজ্জুসর্পভ্রম প্রক্রিয়ার অনুরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে সেই ভ্রমের লক্ষণ ও কারণ কি? প্রথমতঃ, লক্ষণের কথা আলোচ্য। এই ভ্রম বস্তুবিশেষকে অবলম্বনপূর্বকই সৃষ্ট হয়, অবলম্বনহীনরূপে নহে। এ স্থলে রজ্জু-নামক একটি বস্তু সত্যই ভ্রমকারীর সম্মুখে বিদ্যমান এবং সেই সত্য বস্তু অপর এক মিথ্যা বস্তুরূপে তাহার নিকট প্রতিভাত হয়। অপর এক প্রকারের ভ্রমও সম্ভবপর; অর্থাৎ, নিরাধার অথবা বস্তুবিহীন ভ্রম। যথা, শূন্য ঘরে বসিয়া মৃত বন্ধুর মূর্তি-দর্শন। এ স্থলে কোনো বস্তুই দ্রষ্টার সম্মুখে বর্তমান নহে, অথচ তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেছে। অতএব ভ্রম দুই প্রকারের— সাধার অথবা বস্তু-আশ্রয়ী (illusion) এবং নিরাধার অথবা নির্বস্তুক (hallucination)। রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রথম শ্রেণীর ভ্রম, কারণ এ স্থলে ভ্রমের একটি বাস্তব অবলম্বন অথবা আধার আছে, যথা, রজ্জু। এই অবলম্বনকে "অধিষ্ঠান" নামে অভিহিত করা হয়। রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানে সর্পের গুণাবলী ভ্রমক্রমে আরোপ করা হয় বলিয়াই রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের উৎপত্তি হয়। এক বস্তুর উপর অপর এক ভিন্ন বস্তুর ঈদৃশ ভ্রমাত্মক আরোপ, অর্থাৎ দুই ভিন্ন বস্তুর অভেদ-প্রতীতির নাম "অধ্যাস"; যথা, রজ্জু ও সর্প ভিন্ন; কিন্তু তাহাদের অভিন্নপ্রতীতি, অর্থাৎ রজ্জুতে রজ্জুদৃষ্টির স্থলে সর্পদৃষ্টির নাম অধ্যাস।

দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাসের কারণ কি? কারণ অপর কিছুই নহে, ভ্রান্ত ব্যক্তির রজ্জু-প্রত্যক্ষের অভাব, অর্থাৎ রজ্জুসম্বন্ধীয় অজ্ঞান বা অবিদ্যা। রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জ্ঞান থাকিলে, কেহ উহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম করে না। সুতরাং রজ্জুজ্ঞানের অভাবই ভ্রমের মূলীভূত কারণ। কিন্তু ঈদৃশ অজ্ঞান কেবল সত্য জ্ঞানের (অর্থাৎ রজ্জুজ্ঞানের) অভাবই নহে; অপর একটি মিথ্যাজ্ঞানরূপীও (অর্থাৎ সর্পজ্ঞান-রূপীও) বটে। অতএব ভ্রমস্থলে অজ্ঞানের দুইটি কার্য অথবা শক্তি। প্রথমটির নাম "আবরণশক্তি"। অর্থাৎ, অজ্ঞান প্রারম্ভে সত্য অধিষ্ঠান অথবা আধারটির (রজ্জুর) স্বরূপ আবৃত করে— ইহা সত্য রজ্জুপ্রত্যক্ষ বা রজ্জুজ্ঞানের অভাবের হেতু। দ্বিতীয় শক্তির নাম "বিক্ষেপশক্তি"। অর্থাৎ তৎপশ্চাৎ, অজ্ঞান-আবৃত

রজ্জু-স্থলে মিথ্যা সর্পের যেন সৃষ্টি করে— ইহা মিথ্যা সর্প-প্রত্যক্ষ বা সর্পজ্ঞানের উদ্ভবের হেতু। অতএব আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি-বিশিষ্ট অজ্ঞানই আধারাশ্রয়ী ভ্রম অথবা অধ্যাসের কারণ।

রজ্জু হইতে যে প্রক্রিয়ায় মিথ্যা সর্পের সৃষ্টি, ব্রহ্ম হইতে সেই একই প্রকারে সংসারের উদ্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ নহে। অজ্ঞানবশতঃ জীব সত্য ব্রহ্মে মিথ্যা জগতের আরোপ অথবা অধ্যাস করে, এবং ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়। জীবাশ্রিত অজ্ঞান আবরণ-শক্তি-দ্বারা ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ আচ্ছাদিত করিয়া, বিক্ষেপশক্তিদ্বারা তৎস্থলে মিথ্যা জগতের যেন সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, জীব যেরূপ রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করে, তদ্রূপ ব্রহ্মকেও জগৎ বলিয়া ভ্রম করে। অতএব জীবের দিক হইতে অজ্ঞান অথবা অবিদ্যাই জগতের কারণ।

ব্রহ্মের দিক হইতে তাঁহার ভ্রমসংঘটনকারী শক্তিবিশেষই জগতের কারণ। এই শক্তির নাম "মায়া"। এ স্থলে শঙ্কর মায়াবী ও তাহার মায়াশক্তি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। নিপুণ মায়াবী অথবা ঐন্দ্রজালিক এক বস্তুর স্থলে অপর বস্তু সৃষ্টিপূর্বক দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। যথা, একটি মুদ্রার স্থলে দুইটি মুদ্রা, বীজের স্থলে বৃক্ষ ইত্যাদি। এতদ্রূপে মহামায়াবী ব্রহ্মও মায়াশক্তি-দ্বারা মিথ্যা জগতের সৃষ্টি করিয়া জীবগণকে ভ্রমগ্রস্ত করিয়াছেন। ঈদৃশ মিথ্যা জগৎ-সৃষ্টি ব্রহ্মের স্বীয় প্রয়োজন অথবা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আশায় নহে— তাঁহার পক্ষে ইহা লীলা অথবা ক্রীড়া মাত্র; কিন্তু ইহা জীবগণের কর্মানুসারী ক্রীড়া। অর্থাৎ, জীবগণকে পূর্বসঞ্চিত কর্মের ফলোপভোগের নিমিত্ত সংসারে জন্মগ্রহণ করিতেই হয়। কারণ, উপভোগ ব্যতীত কর্মফলের ক্ষয় নাই, এবং কর্মফলের ক্ষয় না হইলে মুক্তিও নাই। তজ্জন্য জীবগণের মুক্তির জন্যই সংসারসৃষ্টির আবশ্যক। এইরূপে যেরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর ও অঙ্কুর হইতে বীজ জন্মে তদ্রূপ কর্ম হইতে সংসার ও সংসার হইতে পুনরায় কর্মের সৃষ্টি হয়। তজ্জন্য কর্ম ও সংসার উভয়কেই অনাদি বলিয়া স্বীকার করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বীজ না থাকিলে অঙ্কুর জন্মে না, পুনরায় অঙ্কুর হইতেই নববীজের উৎপত্তি। সুতরাং বীজই অঙ্কুরের পূর্ববর্তী কারণ, অথবা অঙ্কুরই বীজের পূর্ববর্তী কারণ, এবং সর্বপ্রথম বীজের কারণ কি— তাহা স্থির করা অসম্ভব। তজ্জন্য বীজ ও অঙ্কুরের সম্বন্ধকে অনাদি-সম্বন্ধরূপে স্বীকার করিতে হয়। একই কারণে কর্ম ও সংসারের সম্বন্ধও অনাদি সম্বন্ধ।

Scanned with CamScanner

যাহা হউক, শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা, মরীচিকা, মায়ামাত্র। তজ্জন্য শঙ্করের মতবাদকে "মায়াবাদ", "বিবর্তবাদ" ও "অধ্যাসবাদ" নামে অভিহিত করা হয়।

জগতের 'মিথ্যাত্ব'

শঙ্কর জগৎকে "মিথ্যা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "মিথ্যা" শব্দের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে শঙ্করের মতবাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। "মিথ্যা" শব্দের অর্থ 'অলীক' নহে। আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ প্রভৃতি অলীক অসৎ অথবা তুচ্ছ। কদাপি তাহাদের প্রতীতিমাত্রও হয় না। আকাশস্থিত কুসুম, অথবা শশকের শৃঙ্গ কদাপি কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই, সুতরাং তাহা একেবারেই অলীক। কিন্তু যাহা প্রথমে সত্যরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়, অথচ পরে বাধিত অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহাই মিথ্যা। যথা— রজ্জুতে সর্প ভ্রম। এ স্থলে ভ্রান্ত ব্যক্তি স্পষ্ট সর্প প্রত্যক্ষ করে, এবং যাবৎকাল ভ্রমটি স্থায়ী হয়, তাবৎকাল তাহার সর্পপ্রতীতিও বিদ্যমান থাকে। কিন্তু রজ্জুজ্ঞানোদয়ের পর ভ্রমের অবসান ঘটিলে, সর্প বাধিত, অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং, ভ্রমকালীন সর্প গগনকুসুমবৎ অলীক নহে, মিথ্যা। স্বপ্নপ্রত্যক্ষও সমভাবে মিথ্যা। স্বপ্নসময়ে সেই-সকল বস্তুর সত্যরূপে প্রত্যক্ষ বা প্রতীতি হইলেও, জাগ্রৎ প্রত্যক্ষের দ্বারা তাহারা বাধিত হইয়া যায়। এতদ্রূপে, জগৎও ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যক্ষীভূত হয়; ব্রহ্মজ্ঞানের পরে বাধিত হইয়া বিলীন হয়। অতএব, জগৎও মিথ্যা; আকাশকুসুমবৎ অলীক, অসৎ অথবা তুচ্ছ নহে।

কিন্তু জগৎ স্বপ্নদৃষ্টবস্তু ও রজ্জুস্থলে দৃষ্ট সর্পের ন্যায় মিথ্যা হইলেও তাহাদের সমজাতীয় নহে, কিঞ্চিৎ উচ্চস্তরীয়। অদ্বৈতবাদিগণ তিন স্তরের সত্তা স্বীকার করিয়াছেন— পারমার্থিক সত্তা, ব্যাবহারিক সত্তা ও প্রাতিভাসিক সত্তা। এই মতবাদের নাম "সত্তা-ত্রৈবিধ্য-বাদ"। যাহা কদাপি বাধিত অথবা অসত্যরূপে প্রতীত হয় না, তাহাই পারমার্থিক সত্তা— যথা, ব্রহ্ম। যাহা ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সত্যরূপে প্রতীত হয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বাধিত হইয়া যায় তাহা ব্যাবহারিক সত্তা— যথা, জগৎ। যাহা কিয়ৎক্ষণের জন্য প্রত্যক্ষ হয়, পরে সংসারাবস্থাতেই অপর ব্যাবহারিক প্রত্যক্ষ-দ্বারা বাধিত হয় তাহা প্রাতিভাসিক সত্তা— যথা, রজ্জু-সর্পভ্রম-কালে দৃষ্ট সর্প, অথবা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু। এইরূপে, প্রাতিভাসিক ব্যাবহারিক প্রত্যক্ষ দ্বারা, এবং ব্যাবহারিক পারমার্থিক প্রত্যক্ষ

দ্বারা বাধিত হয়। প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিককে প্রকৃতপক্ষে "সত্তা" বলা যায় না, কারণ উহারা উভয়ই "মিথ্যা" মাত্র। কিন্তু উহাদের ভিতরও প্রভেদ আছে। তাহা এই যে, প্রাতিভাসিক ব্যাবহারিক অপেক্ষা অল্পস্থায়ী, অর্থাৎ, অধিক শীঘ্র বাধিত হইয়া যায়। প্রত্যহ প্রত্যূষে স্বপ্নভ্রমের অবসান হয়, এবং রজ্জুতে দৃষ্ট সর্পও শীঘ্রই বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রমের অবসান এরূপ সহজসাধ্য নহে। ইহা অতিদীর্ঘকালস্থায়ী, জন্মজন্মান্তরব্যাপী, ব্রহ্মোপলব্ধির পূর্বে ইহার বিনাশ নাই।

অতএব চারিটি পক্ষ সম্ভবপর— পারমার্থিক সৎ (ব্রহ্ম); মিথ্যা, ব্যাবহারিক (জগৎ); মিথ্যা, প্রাতিভাসিক (রজ্জুসর্প, স্বপ্ন); অসৎ (গগনকুসুম)। জগৎ গগনকুসুমের ন্যায় অপ্রত্যক্ষ অথবা স্বপ্নের ন্যায় অল্পস্থায়ী নহে। অপর পক্ষে, ইহা ব্রহ্মের ন্যায় শাশ্বত ও অবাধিতস্বরূপও নহে। তজ্জন্য জগৎকে "সদসদ্‌-বিলক্ষণ অনির্বচনীয়" বলা হয়। জগৎ সৎ নহে, কারণ সৎ কদাপি বাধিত হয় না; অসৎও নহে, কারণ অসৎ কদাপি প্রত্যক্ষীভূত হয় না; সদসৎও নহে, কারণ একই বস্তু বিরুদ্ধধর্মশীল হইতে পারে না। সুতরাং, ইহা অনির্বচনীয় অথবা অবর্ণনীয়। তজ্জন্য শঙ্করের মতবাদকে 'অনির্বচনীয়বাদ'ও বলা হয়।

ঈশ্বর

ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত, জগৎ সত্য। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে জগৎকে যেরূপ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মকেও জগৎস্রষ্টারূপে পরিগণিত করা হয়, কারণ সৃষ্টি থাকিলেই স্রষ্টারও প্রশ্ন উঠে। জগতের স্রষ্টা, পালক ও ধ্বংসকর্তারূপে, পরিগণিত ব্রহ্মকে শঙ্কর "ঈশ্বর" নামে অভিহিত করিয়াছেন। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু, সৃষ্টিও নাই, জগৎও নাই। সুতরাং পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম মায়াশক্তিমান্ ও স্রষ্টা নহেন, কিন্তু শুদ্ধ ও নিষ্ক্রিয়। কিন্তু ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ঈশ্বর, অর্থাৎ মায়াশক্তির সাহায্যে বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা। ঐন্দ্রজালিকের দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা সহজবোধ্য হইবে। মায়াবী দর্শকবৃন্দের সম্মুখে রজ্জু বংশদণ্ড প্রভৃতির সাহায্যে মায়াশক্তিদ্বারা আকাশবিহারী পুরুষের সৃষ্টি করেন। অধিকাংশ দর্শকই মায়াবীর মায়ায় মোহগ্রস্ত হইয়া আকাশচারী পুরুষকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন এবং মায়াবীকে ঈদৃশ পুরুষোৎপাদিকা শক্তি-বিশিষ্ট ও ঈদৃশ পুরুষের প্রকৃত স্রষ্টারূপে পরিগণনা করেন। অর্থাৎ,

Scanned with CamScanner

তাঁহাদের নিকট মায়াবী মায়াশক্তিমান্ ও স্রষ্টা। কিন্তু দর্শকবৃন্দের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক প্রকৃত তত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট সেই আকাশচারী পুরুষ সত্য নহে, মিথ্যা, অর্থাৎ তাঁহারা রজ্জু বংশদণ্ড প্রভৃতিকে রজ্জু বংশদণ্ডরূপেই প্রত্যক্ষ করেন, পুরুষরূপে নহে। তাঁহাদিগের নিকট মায়াবীর মায়া সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং মায়াবী পুরুষোৎপাদিকা শক্তিমান্‌ও নহেন, পুরুষের স্রষ্টাও নহেন। অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকের মিথ্যা ইন্দ্রজাল তাঁহাদিগকে মোহগ্রস্ত করিতে অসমর্থ বলিয়া, মায়াবী তাঁহাদিগের নিকট মায়াশক্তিহীন, সুতরাং স্রষ্টা নহেন। এইরূপে ব্রহ্মও যেন মায়াশক্তির সাহায্যে মিথ্যা জগতের সৃষ্টি করিতেছেন। যাঁহাদিগের নিকট জগৎ সত্যবস্তুরূপে প্রতিভাত হয়, তাঁহাদিগের নিকট ব্রহ্মও মায়াশক্তিমান্ জগৎস্রষ্টা। ইহাই ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু যাঁহারা জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধি করেন এবং ব্রহ্মকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলিয়াই জানেন, তাঁহাদিগের নিকট ব্রহ্ম মায়াশক্তিমান্‌ও নহেন, স্রষ্টাও নহেন। ইহাই পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি। অতএব ব্যাবহারিক স্তরে মায়ারূপ শক্তি অথবা উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই ঈশ্বর।

ব্যাবহারিক স্তরে, ঈশ্বর জগৎকর্তৃত্ব প্রভৃতি অনন্তগুণ-বিশিষ্ট। তজ্জন্য ঈশ্বরকে "সগুণ ব্রহ্ম" নামেও অভিহিত করা হয়। জীব ও জগতের স্রষ্টারূপে তিনি সবিশেষ, অর্থাৎ জীব ও জগৎ তাঁহার স্বগত ভেদ। তিনি জীব হইতে ভিন্ন এবং জীবের উপাস্য দেবতা। সংক্ষেপে, সাধারণ ধর্মমূলক মতবাদের দিক হইতে ঈশ্বরকে যে-সকল গুণে বিভূষিত করা হয়, ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ঈশ্বর জীবের নিকট সেই-সকল গুণবিভূষিতরূপেই প্রতীয়মান হন। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, এবং সৃষ্ট জগতের ন্যায় স্রষ্টা ঈশ্বরও মিথ্যা মায়ামাত্র। সুতরাং জগৎকর্তৃত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের "স্বরূপলক্ষণ" নহে, "তটস্থলক্ষণ" মাত্র। অর্থাৎ, এই সকল গুণ ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপদ্যোতক নহে, ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত মিথ্যা গুণমাত্র। সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপত্বই ব্রহ্মের "স্বরূপলক্ষণ"।

জীব

পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এবং স্বয়ং ব্রহ্মরূপে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, নির্গুণ, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, বিভু ও একমেবাদ্বিতীয়ম্। কিন্তু ব্যাবহারিক স্তরে, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এবং এতদ্রূপে জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, অণুপ্রমাণ ও অসংখ্য। সাংসারিক জীব কেবল জ্ঞান নহে, জ্ঞাতাও, অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্বগুণসম্পন্ন।

তাহার এইরূপ প্রতীতি হয় যে "আমি এই ঘটকে জানিতেছি"। এ স্থলে "আমি" জ্ঞাতা, "ঘট" জ্ঞাতব্য বস্তু। ব্যাবহারিক জীবনে জ্ঞান জীবের স্বরূপ ও গুণ উভয়ই —যেরূপ প্রভা দীপের স্বরূপ ও গুণ উভয়ই। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব স্বয়ং ব্রহ্মরূপে শুদ্ধ চিৎ অথবা জ্ঞানমাত্র, জ্ঞাতা নহে। পুনরায়, সংসারী জীব কর্মকর্তা ও কর্মফলভোক্তা, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বা অণুপ্রমাণ এবং সংখ্যায় বহু, কারণ সংসারে চৈত্র, মৈত্র প্রভৃতি অসংখ্য জীব আছে যাহারা পরস্পরভিন্ন। পারমার্থিক স্তরে অবশ্য জীব ও জীব, এবং জীব ও ব্রহ্মের পরস্পরভেদের লোপ হয়, এবং এক অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্মসত্তা বিরাজমান থাকে।

অতএব জীবের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অণুত্ব, ও অসংখ্যত্ব ঔপাধিক অথবা উপাধিজাত মাত্র, স্বাভাবিক নহে। স্ব স্ব কর্মবশে জীব "উপাধি"র সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করে। স্থূলদেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন বা অন্তঃকরণ, বুদ্ধি ও সূক্ষ্মদেহ—এই ছয়টি উপাধি। ইহারা প্রত্যেকেই জড় প্রকৃতির কার্যরূপে জড়-স্বভাব। এইরূপে জীব অজড় আত্মা ও জড় দেহ-মনের সমাহার। অজ্ঞানবশতঃ জড় দেহ-মনের ধর্মাদি অজড় আত্মায় "অধ্যাস" বা আরোপ-পূর্বক জীব যেন জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি গুণভাগী হয়। যেরূপ নির্মল স্ফটিকপাত্রে ন্যস্ত জবাকুসুমের রক্তবর্ণ স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত বা প্রতিফলিত হইলে শুভ্র স্ফটিকও যেন রক্তবর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ জড় অন্তঃকরণের জ্ঞাতৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্মও চিৎস্বভাব আত্মায় প্রতিবিম্বিত হইলে আত্মাও যেন জ্ঞাতা ভোক্তা প্রভৃতি রূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু যেরূপ স্ফটিক রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, তদ্রূপ আত্মা জ্ঞাতা ইত্যাদি রূপে প্রতিভাত হইলেও সত্যই তাহা নহে। এই মতবাদের নাম "প্রতিবিম্ববাদ"। জড় দেহেন্দ্রিয় মন প্রভৃতি উপাধি অজড় আত্মায় প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়াই, অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় মনের আত্মায় অধ্যাস হয় বলিয়াই, জীব ভ্রমবশতঃ দেহেন্দ্রিয় মন প্রভৃতি হইতে আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করে। ফলে, তাহার "আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত", "আমি অন্ধ ও খঞ্জ", "আমি ইচ্ছা করি, আমি বিবেচনা করি" ইত্যাদি নানারূপ মিথ্যা প্রতীতি হয়; এবং স্থূলত্ব প্রভৃতি দেহধর্ম, অন্ধত্ব-প্রমুখ ইন্দ্রিয়ধর্ম, ইচ্ছা প্রভৃতি অন্তঃকরণধর্ম অব্যয় নির্বিকার আত্মায় আরোপ-পূর্বক সে অশেষ ক্লেশভোগী হয়। অনাদি অবিদ্যাপ্রসূত ঈদৃশ 'আমিত্ব' অথবা অহংভাবই জীবত্ব।

জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি— এই তিন অবস্থা। জাগ্রৎ অবস্থায় জীব

Scanned with CamScanner

উপরি-উক্ত প্রথায় আত্মার দেহ মনের অধ্যাস-পূর্বক আত্মা ও দেহ মনকে অভিন্ন এবং নিজেকে জ্ঞাতা কর্তা ভোক্তা প্রভৃতি বলিয়া মনে করে। স্বপ্ন অবস্থাতেও জীব বিবিধ মায়া পদার্থের জ্ঞাতা ভোক্তা ইত্যাদি রূপে বিরাজ করে এবং তৎকালেও আত্মা ও দেহ মনের অধ্যাসের অবসান ঘটে না। কিন্তু সুষুপ্তি (প্রগাঢ় স্বপ্নাবহীন নিদ্রা) অবস্থাতে জীবের জ্ঞাতৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি তিরোহিত হয়, কারণ সেই সময়ে জীব কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ বা উপভোগ করে না। স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার মধ্যে প্রভেদ এই যে, স্বপ্নকালে জীব "আমি রাজহস্তীতে আরোহণ করিতেছি" ইত্যাদি ভাবে বিবিধ মিথ্যা (প্রাতিভাসিক) বস্তু দর্শন, স্পর্শন, ভোগ প্রভৃতিতে রত থাকে। কিন্তু সুষুপ্তিকালে ঈদৃশ দর্শন, ভোগ প্রভৃতির সম্পূর্ণ অভাব ঘটে) কার্য থাকিলেই কারণ থাকে; জ্ঞাতৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি কার্য; উহাদের কারণ আত্মার উপর অন্তঃকরণের অধ্যাস। অতএব, স্বপ্ন-অবস্থায় জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে বলিয়া অধ্যাসও বিদ্যমান থাকে। পরন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি অন্তর্হিত হয় বলিয়া অধ্যাসেরও তিরোধান ঘটে, ইহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু, সাংসারিক জ্ঞাতৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির অস্তিত্ব না থাকিলেও, সুষুপ্তি অজ্ঞান অবস্থার নামান্তর মাত্র নহে। তৎকালে দেহমনরূপ শৃঙ্খলমুক্ত আত্মা শুদ্ধজ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দস্বরূপ রূপে বিরাজ করে। তজ্জন্যই সুষুপ্তিমগ্ন জীব নিদ্রাভঙ্গের পরে স্মরণ করে "আমি এতকাল সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম, কিন্তু স্বপ্নদর্শন করি নাই"। ঈদৃশ স্মৃতি সুষুপ্তিকালীন জ্ঞান ও আনন্দের দ্যোতক। সুষুপ্তি অজ্ঞান ও অনুভবহীন অবস্থা হইলে এইরূপ স্মৃতি হইতে পারিত না। সুষুপ্তি-অবস্থা অবশ্য ক্ষণস্থায়ী অবস্থা মাত্র, কারণ কর্ম সংস্কারের ক্ষয় না হওয়াতে জাগ্রত জীব পুনরায় সাংসারিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সুষুপ্তি-অবস্থাতেই বদ্ধ জীব প্রথম মুক্তির আস্বাদলাভে ধন্য হয়। (দশশ্লোকীর সিদ্ধান্তবিন্দু টীকার অষ্টম শ্লোকের শেষের দিকের টীকা দ্রষ্টব্য।)

জগৎ

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নহে, বিবর্ত মাত্র, এবং মায়োপহিত ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বরই জগৎস্রষ্টা, পরব্রহ্ম নহেন। অতএব পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মায়া অথবা ভ্রম মাত্র, সত্য তত্ত্ব নহে। কিন্তু ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ ঈশ্বরের পরিণাম বা কার্য, এবং ঈশ্বর জগতের অভিন্ন উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া নিম্নলিখিতরূপ (বেদান্ত-পরিভাষা, সপ্তম পরিচ্ছেদ)। মায়া-উপাধি-বিশিষ্ট, অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ শক্তি-বিশিষ্ট ঈশ্বর হইতে যথাক্রমে পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতের অথবা তন্মাত্রের সৃষ্টি হয়— আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী। ইহারা ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমো-গুণ-বিশিষ্ট। সত্ত্বগুণপ্রধান পঞ্চ সূক্ষ্মভূত হইতে পৃথক্ ভাবে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; এবং মিলিত ভাবে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের উৎপত্তি হয়। রজোগুণপ্রধান পঞ্চ সূক্ষ্মভূত হইতে পৃথক্ ভাবে বাক্, পাণি, পাদ প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়— এবং মিলিত ভাবে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চ প্রাণের সৃষ্টি হয়। তমোগুণপ্রধান পঞ্চ সূক্ষ্মভূত পরস্পরের সহিত "পঞ্চীকরণ" প্রথায় মিলিত হইয়া আকাশ ইত্যাদি পঞ্চ স্থূলভূতের সৃষ্টি করে। যথা, স্থূল আকাশ=½ সূক্ষ্ম আকাশ+⅛ সূক্ষ্ম বায়ু+⅛ সূক্ষ্ম অগ্নি+⅛ সূক্ষ্ম জল+⅛ সূক্ষ্ম পৃথিবী। ঈদৃশ পঞ্চীকৃত স্থূল আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী হইতে চতুর্দশ ভুবন, এবং চতুর্বিধ স্থূল শরীরের (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) উদ্ভব হয়। অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত হইতে সূক্ষ্মশরীর অথবা লিঙ্গশরীর জন্মে। এই সূক্ষ্মশরীর— স্থূলশরীর, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধির সহিত সম্মিলিত হয় এবং আত্মা এই-সকল উপাধির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া যেন জীবরূপে পরিণত হয়; মৃত্যুর পরে স্থূলশরীর ধ্বংস হইবার পরে সূক্ষ্মশরীর স্বর্গে বা নরকে গমনপূর্বক কর্মফলে পুনরায় নূতন স্থূলশরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করে। কেবল মুক্তির পরেই সূক্ষ্ম শরীরও বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং জন্ম পুনর্জন্মের অবসান ঘটে।

শঙ্করের মতে জগতের ব্যাবহারিক সত্তামাত্র থাকিলেও, শঙ্কর স্বয়ং ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে ঈশ্বরের উপাদানকারণত্ব -প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমগ্র দ্বিতীয় পাদেই তিনি এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মকারণবাদ স্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে ইহার বিরুদ্ধে সাতটি প্রধান আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন।

১. প্রথম আপত্তি হইতে পারে যে কারণ ও কার্য সমস্বভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সুবর্ণ হইতে সুবর্ণময় ঘটেরই উৎপত্তি হয়, মৃন্ময় ঘটের নহে। তাহা হইলে, চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের সৃষ্টি হয় কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, কারণ ও কার্য যে সর্বদাই সমস্বভাব হয় এইরূপ কোনও নিয়ম নাই। যথা, অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিক, ও চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশনখের উৎপত্তিও দৃষ্ট হয়।

Scanned with CamScanner

২. দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইলে, ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগৎ অভিন্ন হইয়া পড়িবে, কারণ উভয়ই ব্রহ্মকার্যরূপে ব্রহ্মাত্মক। উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন যে একই কারণ হইতে সৃষ্ট কার্যসমূহ কারণাত্মক হইলেও পরস্পরভিন্ন হয়। যথা, ফেন, বুদ্‌বুদ, তরঙ্গ প্রভৃতি জলাত্মক হইলেও পরস্পরভিন্ন।

৩. তৃতীয় আপত্তি এই যে, ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে আপাতিক দুঃখক্লেশসমূহের ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ ব্রহ্মই জীবের অন্তর্যামী, অর্থাৎ তিনি জীব হইতে অভিন্ন বলিয়া স্বয়ং এই-সকল দুঃখ-ক্লেশ-ভোগী হন। কিন্তু যেচ্ছায় জন্ম, মরণ, জরা, রোগ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্ম স্বয়ং অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিবেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্ম জগৎ-স্রষ্টা রূপে সৃষ্ট জগৎ হইতে ভিন্ন, অভিন্ন নহেন। সুতরাং, দুঃখক্লেশ জীবগত, ব্রহ্মগত নহে।

৪. চতুর্থ আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা হইলে সৃষ্টিকার্যের জন্য তাঁহার নানা উপকরণ ও যন্ত্রাদির প্রয়োজন। যথা, মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি ব্যতীত কুম্ভকার ঘটোৎপাদনে সমর্থ হয় না। কিন্তু ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাহা হইলে, উপকরণও নাই, এবং সৃষ্টিও অসম্ভব। ইহার উত্তর এই যে— সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম বিনা উপকরণেই স্বীয় শক্তিবলে জগৎ সৃষ্টি করেন, যেরূপ ঊর্ণনাভ বাহ্য সাধন ব্যতীতই তন্তু নির্মাণ করে।

৫. পঞ্চম আপত্তি এই যে, জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম হইলে, সমগ্র ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হন, ইহাই স্বীকার করিতে হয়, কারণ ব্রহ্ম অংশহীন বলিয়া তাঁহার আংশিক পরিণতি হইতে পারে না। উত্তরে শঙ্কর শ্রুতি-প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন— ব্রহ্ম নিরবয়ব ও অংশহীন হইলেও সম্পূর্ণভাবে জগতে পরিণত হন না; তিনি জগদ্রূপ হইয়াও জগদতিরিক্ত। সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের পক্ষে সকলই সম্ভব।

৬. ষষ্ঠ আপত্তি এই যে, কার্যমাত্রই অভাবপ্রসূত। ব্রহ্মের অভাব কিছুই নাই। অতএব, বিনা প্রয়োজনে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিবেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, জগৎসৃষ্টি ব্রহ্মের লীলা অথবা ক্রীড়া মাত্র; কোনো উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আশায় নহে। জীবের কর্ম-অনুসারে ব্রহ্ম স্বীয় প্রয়োজন বিনাই জগৎসৃষ্টি করিয়া থাকেন।

৭. সপ্তম আপত্তি এই হইতে পারে যে, ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা হইলে তিনি নিষ্ঠুরতা ও পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট। জগৎ দুঃখের আগার, এবং ইহাতে বহু অবস্থাবৈষম্য দৃষ্ট হয়। যথা, দেবতা প্রভৃতি অত্যন্ত সুখী, পশু প্রভৃতি অত্যন্ত দুঃখী, এবং মনুষ্য

প্রভৃতি মধ্যাবস্থ। ইহার উত্তর এই যে, দুঃখক্লেশ ও অবস্থা-বৈষম্যের জন্য দায়ী ব্রহ্ম নহেন, জীব স্বয়ং। জীবের অনাদি কর্মসংস্কারই পুনর্জন্ম এবং বর্তমান জন্মের অবস্থা তারতম্যের কারণ এবং জীবের কর্মানুসারেই ব্রহ্ম সৃষ্টি করেন।

যাহা হউক, সকল আপত্তির খণ্ডনপূর্বক শঙ্কর ব্রহ্মকারণবাদ স্থাপন করিয়াছেন। অবশ্য তিনি ইহাও সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ করিয়াছেন যে, উপরি-উক্ত আলোচনা, বাগ্‌বিতণ্ডা, ও প্রমাণ সমস্তই ব্যাবহারিকদৃষ্টিভঙ্গিজাত। পারমার্থিক দৃষ্টিতে সৃষ্টিই নাই, অতএব বিতণ্ডার প্রশ্নই উঠে না।

এ স্থলে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমগ্র জগৎই মিথ্যা, তাহা হইলে ব্রহ্মকারণবাদ স্থাপনের জন্য এত প্রচেষ্টার প্রয়োজন কি? যদি সৃষ্টিকার্যটিই মিথ্যা, তাহা হইলে ব্রহ্মকে জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ উদ্‌গ্রীব কি জন্য? ইহার উত্তর এই যে, প্রথমে ব্রহ্মের উপাদানকারণত্বের প্রতিপাদন এবং তৎপরে পুনরায় তাহারই নিষেধ, অর্থহীন নহে, উপরন্তু একটি গূঢ় উদ্দেশ্য-প্রসূত। যদি প্রথমেই বলা হয় যে "জগৎ ব্রহ্মে নাই" তাহা হইলে মনে হইতে পারে যে জগৎ ব্রহ্মে না থাকিলেও অন্যত্র কোথাও আছে। যেরূপ "বায়ুতে রূপ নাই" বলিলে রূপ অন্যত্র আছে, ইহাই সূচিত হয়। তজ্জন্য, প্রথমে বলা হয় "জগৎ ব্রহ্মেই আছে, অন্যত্র কোথাও নহে"। তৎপরে পুনরায় তাহার নিষেধপূর্বক বলা হয় "বস্তুতঃ, জগৎ ব্রহ্মেও নাই", অর্থাৎ জগৎ অন্যত্রও নাই, ব্রহ্মেও নাই। অতএব ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা মাত্র। যথা, যদি প্রথমেই বলা হয় "সর্প ভূতলে নাই", তাহা হইলে ইহাই বুঝা যায় যে সর্পটি ভূতলে না থাকিলেও, অন্যত্র কোথাও আছে। কিন্তু যদি প্রথমে বলা হয় "সর্প আমার সম্মুখে ভূতলে, অর্থাৎ রজ্জুতেই আছে, অন্যত্র নহে", এবং পরে তাহারই নিষেধপূর্বক পুনরায় বলা হয়— "সর্প আমার সম্মুখে ভূতলেও, অর্থাৎ রজ্জুতেও নাই" তাহা হইলে পূর্বদৃষ্ট সর্পটি অন্যত্রও নাই, রজ্জুতেও নাই, ইহাই প্রমাণিত হয়। অতএব ইহা মিথ্যা মায়া মাত্র, বাস্তব সত্য নহে, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এইজন্য শ্রুতি প্রথমে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ ও আশ্রয়রূপে নির্দেশ করিয়া পরে তাহারই নিষেধপূর্বক ইহাই স্পষ্ট করিতে চাহিয়াছেন যে জগৎ মিথ্যা, মায়া, ভ্রম মাত্র। (যথা বেদান্ত-পরিভাষা, সপ্তম পরিচ্ছেদ)

Scanned with CamScanner

জীবজগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ

ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ ব্রহ্ম (ঈশ্বর) হইতে ভিন্নাভিন্ন। ঈশ্বর কারণ, জীবজগৎ কার্য; এবং কারণ ও কার্য ভিন্নাভিন্ন। কার্য কারণাত্মক বলিয়া কারণ হইতে অভিন্ন। কিন্তু কারণ কার্যাতিরিক্ত বলিয়া কার্য হইতে ভিন্ন।

কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবজগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। উপনিষদে আছে :—

(১) "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" —ছান্দোগ্যোপনিষদ ৩।১৪।১
(২) "ইদং ব্রহ্মেদং সর্বম্।" —বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২।৫।১
(৩) "তত্ত্বমসি" —ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬।৮।৭-৬।৮।১৬ নয় বার
(৪) "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" —বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২।৫।১৯; মাণ্ডুক্যোপনিষদ ২
(৫) "অহং ব্রহ্মাস্মি" —বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১।৪।১০
(৬) "জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ।
স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।" —স্কন্দোপনিষদ ৬
(৭) "স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।" —ঐ ১০

অর্থাৎ :—

(১) "সকল কিছুই ব্রহ্ম—
(২) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম।
"ব্রহ্মই সকল কিছু—
ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।"
(৩) "তিনিই তুমি।"
(৪) "এই আত্মাই ব্রহ্ম।"
(৫) "আমিই ব্রহ্ম।"
(৬) "জীবই শিব, শিবই জীব।
এই জীব কেবলই শিব।"
(৭) এই জীব কেবলই শিব।"

অজ্ঞানবশতঃ জীব উপাধিসংযুক্ত হয় বলিয়া ব্রহ্ম ও অন্যান্য জীব হইতে নিজেকে ভিন্ন বলিয়া মনে করে। যথা, এক ঘটান্তর্গত আকাশ অপর-এক ঘটান্তর্গত আকাশ

এবং বহিঃস্থ মঠব্যাপী আকাশ হইতে যেন প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন হইলেও, ঘটরূপ উপাধি-দ্বারা তাহা হইতে যেন ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উপাধি অথবা ঘট দুইটি ভগ্ন করিলেই সেই দুই ঘটান্তর্গত আকাশ এবং মঠব্যাপী মহাকাশে বিন্দুমাত্রও প্রভেদ থাকে না। অথবা, একটি মৃন্ময় কলস ও অপর একটি তাম্রঘট সমুদ্রোদকে পূর্ণ করিয়া সমুদ্রেই নিক্ষেপ করিলে, কলসান্তর্গত জল ও ঘটান্তর্গত জল সমুদ্রের জল হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু কলস ও ঘট চূর্ণ করিবামাত্র তাহাদের জল সমুদ্রজলে একীভূত হইয়া যায়। এতদ্রূপে, এক জীব চৈত্রে অপর জীব মৈত্র হইতে, এবং স্রষ্টা ঈশ্বর হইতে নিজেকে ভিন্ন বলিয়া মনে করে। কিন্তু, দেহেন্দ্রিয়রূপ উপাধির বিলয় হইলে, চৈত্রের আত্মা ও মৈত্রের আত্মা পরমব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। অতএব, প্রকৃতপক্ষে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

পুনরায়, অজ্ঞানতমসাবৃত জীব, রজ্জুতে সর্প কল্পনার ন্যায় ব্রহ্মে জগৎ কল্পনা করে। কিন্তু কল্পিত সর্প যেরূপ প্রকৃতপক্ষে রজ্জু ব্যতীত আর কিছুই নহে, তদ্রূপ মিথ্যা জগৎও ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই নহে।

অতএব ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এবং জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। শঙ্করের মতবাদকে তজ্জন্য "কেবলাদ্বৈতবাদ" নামে অভিহিত করা হয়।

মোক্ষ

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে অনাদিকর্মবশতঃ জীব দেহমন প্রভৃতি উপাধির সহিত সংযুক্ত হইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করে। ইহাই বন্ধ। বদ্ধ জীব জড় দেহ-মনের ধর্মাদি চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় আরোপ করিয়া দুঃখক্লিষ্ট হয়, এবং সকাম কর্মের ফলস্বরূপ বারংবার জন্মগ্রহণ করে। এই অনাদি সংসারচক্র হইতে মুক্তিই মোক্ষ অথবা চরম ও পরম পুরুষার্থ।

অধ্যাস হইতে পরমদুঃখময় বন্ধের সৃষ্টি। অতএব অধ্যাসের অভাবই মোক্ষ। মুক্ত পুরুষ দেহমনের ও আত্মার স্ব স্ব স্বরূপ অবগত হইয়া একের উপর অন্যের আরোপ করেন না; এবং জ্ঞাতৃত্ব কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি অভাব, অস্তত্ব খঞ্জত্ব প্রভৃতি দৈহিক অবস্থা, ও রাগদ্বেষ প্রভৃতি মানসিক ভাব যে কেবল দেহমনেরই ধর্ম, আত্মার নহে, তাহা পূর্ণ উপলব্ধি করেন। অধ্যাসের অভাবই মুক্তি বলিয়া, অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীবিত অবস্থাতেও মুক্তিলাভ হইতে পারে; বস্তুতঃ, মুক্তি দুই প্রকার, বিদেহমুক্তি ও জীবন্মুক্তি। মৃত্যুর পরে পার্থিব ও সূক্ষ্মদেহ

Scanned with CamScanner